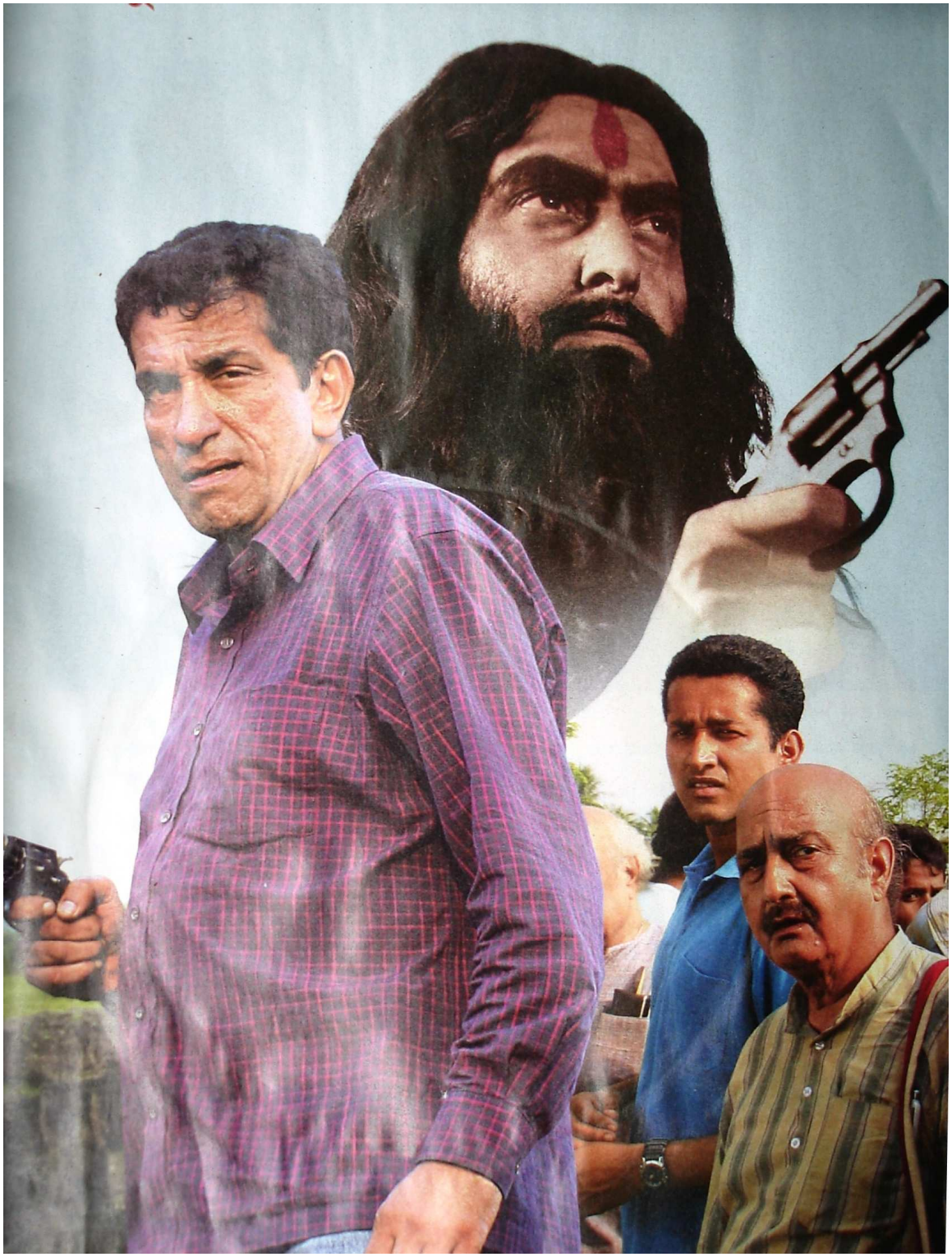

ফেলুদার চরিত্রে সৌমিত্রর সঙ্গে সব্যসাচীর কতটা তুলনা চলতে পারে?

অসাধারণ এক চরিত্র সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদা। অসম্ভব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, স্মার্ট, আবার বাঙালি। অন্যান্য গল্পের গোয়েন্দাদের মতো আকাশ থেকে পড়া নয়, ফেলুদা যেন আমাদের পরিবারেরই একজন। ঠিক সেই ফেলুদাকে খুঁজে পাওয়া যায় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। জয়বাবা ফেলুনাথ তাই এতটা জনপ্রিয়। ফেলনা নয় ফেলুদা সব্যসাচীও। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব্যসাচীর ফেলুদা একটু অ্যাকশনধর্মী। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি, স্মার্টনেস এবং বাঙালিয়ানায়ও কম যান না ফেলুদা সব্যসাচী। কৈলাসে কেলেঙ্কারীতেও তাই ফেলুদাপ্রিয় বাঙালির এমন উপচে পড়া ভিড়। সন্দেহ নেই বলিষ্ঠ অভিনেতা দুই ফেলুদাই—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সব্যসাচী চক্রবর্তী। ফেলুদার চরিত্রে এঁরা কে কেমন? বিশ্লেষণ করেছেন সত্যজিৎতনয় পরিচালক

সন্দীপ রায়

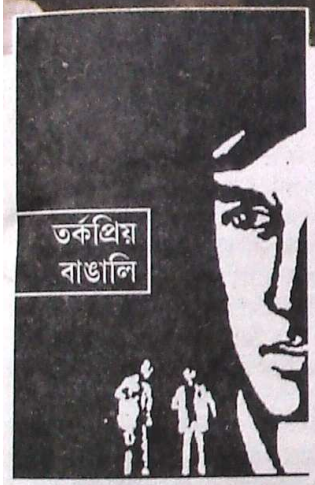

কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে চিরকাল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম তর্ক হয়ে চলেছে। যেমন উত্তমকুমার না সৌমিত্র, হেমন্ত না মান্না, ইষ্ট বেঙ্গল না মোহন বাগান। এসব তর্কের কোনও শেষ নেই, হার জিত নেই, এরকম তর্ক চলতেই থাকবে। ঠিক সেরকমই ফেলুদার চরিত্রে কে সেরা? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় না সব্যসাচী চক্রবর্তী! বাঙালি সিনেমাপ্রেমীদের কাছে এ এক নতুন তর্কের বিষয়। সত্যি কথা বলতে কী এরকমভাবে দুজন অভিনেতার অভিনয় নিয়ে তুলনা করা যায় না, সম্ভব নয়। জেমস বন্ডকে নিয়ে যখন সিনেমা করা হল তখন জেমস বন্ডের ভূমিকায় প্রথম দেখা গিয়েছিল শন কনারিকে। বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল জেমস বন্ডের ছবিগুলো, জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন শন কনারিও। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শন কোনারিকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল, এলেন রজার মুর, তারপর রজার মুরকেও সরে দাঁড়াতে হল। তারপর একে একে আরও বেশ কিছু অভিনেতার হাত ঘুরে জেমস বন্ড চরিত্রটি এখন ড্যানিয়েল ক্রেগের হস্তগত। অভিনেতা বদলের ফলে কিন্তু জেমস বন্ডের সিনেমার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি। যাঁরা পুরনো মানুষ, শন কনারিকে জেমস বন্ডের চরিত্রে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মনে শন কনারি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে গেছেন। জেমস বন্ডের চরিত্রে বিভিন্ন অভিনেতাদের নিয়েও তর্ক হয়েছে, তাতে বয়স্করা হয়তো শন কনারির পক্ষে গলা ফাটিয়েছেন। আবার আধুনিক প্রজন্মের দর্শকদের কাছে ভ্যানিয়েল ক্রেগই সেরা জেমস বন্ড। দুজন আলাদা আলাদা অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতার তুল্যমূল্য আলোচনা করা যায় না। ফেলুদার চরিত্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই।

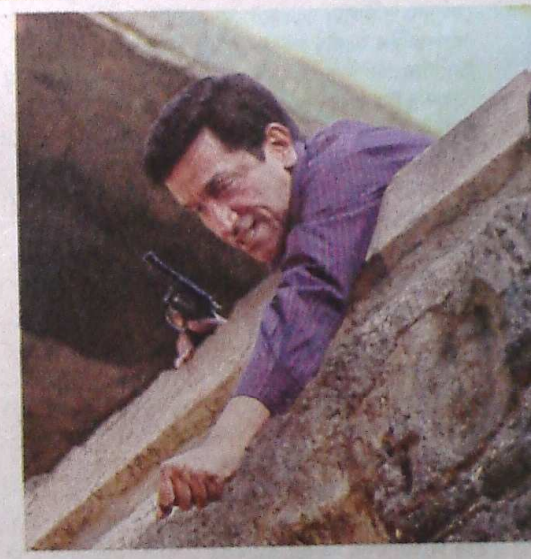

জেমস বন্ডের চরিত্রে বিভিন্ন অভিনেতাদের নিয়েও তর্ক হয়েছে, তাতে বয়স্করা হয়তো শন কনারির পক্ষে গলা ফাটিয়েছেন। আবার আধুনিক প্রজন্মের দর্শকদের কাছে ভ্যানিয়েল ক্রেগই সেরা জেমস বন্ড। দুজন আলাদা আলাদা অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতার তুল্যমূল্য আলোচনা করা যায় না। ফেলুদার চরিত্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই।

বাবার করা সোনার কেল্লা আর জয়বাবা ফেলুনাথ ছবি দুটিতে সৌমিত্রকাকু ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তারপর ন্যাশনাল নেটওয়ার্কের জন্য হিন্দিতে হল কিস্‌সা কাঠমাণ্ডুকা। তাতে ফেলুদা সাজলেন শশীকাপুর। লালমোহনবাবু হলেন মোহন আগাসে। তবে কিস্‌সা কাঠমাণ্ডুকার ব্যাপারে বলি, এটা ঠিক ফেলুদার ছবি হয়নি, একটা থ্রিলার হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক এরপর বিভাস চক্রবর্তী কলকাতা দূরদর্শনের জন্য ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা আর গোলকধাম রহস্য গল্প দুটি নিয়ে টেলিছবি বানালেন। সেখানে সৌমিত্রকাকুই ফেলুদা সেজেছিলেন। এরপর কিন্তু টেলিভিশনের জন্য আমি অসংখ্য ফেলুদার কাহিনি চিত্রায়িত করেছি যেগুলোতে বেণুই ফেলুদা। বেণুকে ফেলুদা করে করা টেলিছবিগুলো নন্দন দুই-এ আলাদাভাবে রিলিজও করেছে এবং বোধহয় টেলিছবির আলাদাভাবে মুক্তি পাওয়া সেই প্রথম ঘটল। তারপরে তো বোম্বাই-এর বোম্বেটে আর এখন চলছে কৈলাসে কেলেঙ্কারি দুটোতেই বেণু (সব্যসাচী চক্রবর্তী) ফেলুদার ভূমিকায়। বোম্বেটে যেমন ভালো চলেছিল, কৈলাসে কেলেঙ্কারিও তেমনি জনপ্রিয় হয়েছে। এরপর তৈরি হচ্ছে টিনটোরেটোর যিশু যেটা আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে এবং ফেলুদার টিম অর্থাৎ বেণু, পরমব্রত আর বিভুদা (বিভু ভট্টাচার্য) অটুট থাকছে। তারপর হয়তো আরও দুটো কি তিনটে ছবিতে এই টিমটাকে ধরে রাখা যাবে কিন্তু তারপর ফেলুদার জন্যে আবার নতুন মুখ খুঁজতে হবে, বদলে যাবে তোপশেও, লালমোহনবাবু হয়তো একই রইলেন। আসলে সবারইতো বয়স বাড়ছে। ঠিক একদিন যেমন সৌমিত্রকাকুর বদলে বেণু এসেছিল তেমনি বেণুর বদলে অন্য কেউ আসবে। কে আসবে এখনও জানি না, সেরকম কেউ এখনও আমার চোখের সামনে নেই।

ফেলুদা ভার্সেস ফেলুদা

সৌমিত্রকাকুর করা ফেলুদা আর বেণুর করা ফেলুদার চরিত্রের মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। পরিচালক হিসেবে কিছু পার্থক্য আমি সচেতনভাবে ঘটিয়েছি আর কিছু পার্থক্য আছে দুজনের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব আর উপস্থিতিতে। সৌমিত্রকাকুর চেহারায় একটা বাঙালি সুলভ কমনীয়তা বা সফটনেস পাওয়া যায়। '৭২ সালে বাবা যখন প্রথম ফেলুদার ছবিতে হাত দিলেন তখন সময়টা অন্যরকম ছিল। অনেক সহজ সরল সময় ছিল সেটা। কিন্তু আজ ২০০৮ সালে সমাজ, পারিপার্শ্বিক, মানুষের মন, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই সময়টা ভীষণ গতিময়, আজকালকার সিক্স সেভেনে পড়া ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি বোঝে, অনেক বেশি জানে, তারা অনেক বেশি পরিণত, এতে ক্ষতির দিকও খানিকটা আছে। আমাদের সময়ে কিন্তু ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়া ছেলেমেয়েরা এত জানত না, এতটা পরিণত ছিল না। ভিলেনির কায়দাটাও বদলেছে, তখনকার ৭২-৭৩ সালের দুশমনরা এতটা দুর্দ্ধর্ষ ছিল না। এখন মানুষ মারতে হাত কাঁপে না, কথায় কথায় বন্দুক পিস্তল বেরিয়ে আসে, মানুষ খুন হয়ে যায়। ফলে ফেলুদাকে একটু রাফ টাফ হতেই হবে, শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে, তাই আমি চেয়েছি ফেলুদা একটু অ্যাকশন করুক। সত্যজিৎ রায়ের লেখায় কিন্তু ফেলুদার শারীরিক সক্ষমতার এবং মারপিট করার কথা উল্লেখ আছে। সৌমিত্রকাকুর বদলে এই মুহূর্তে কিন্তু বেণু ছাড়া ফেলুদা করার মতো অন্য কোনও লোক নেই। বেণুর উচ্চতা, গলার আওয়াজ, ব্যক্তিত্ব, হাঁটাচলা, দিল্লিতে মানুষ হবার ফলে হিন্দি ইংরেজিতে কথা বলার সাবলীলতা, স্মার্টনেস এসবই ফেলুদার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই, তাছাড়া ফেলুদার যে টিপিকাল বাঙালিয়ানা সেও ষোলো আনা উপস্থিত ওর মধ্যে। বেণুকে কিন্তু ফেলুদা হিসেবে প্রচুর মানুষ মেনে নিয়েছেন। আসলে আমরা বাঙালিরা পুরানোর বদলে নতুন কিছু গ্রহণ করতে, মেনে নিতে একটু সময় নিই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ফেলুদাও বাঙালির তেমনই একটা মেন্টাল ব্লক, তবে সব্যসাচী চক্রবর্তীও ফেলুদা হিসেবে বাঙালিদের মধ্যে ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্য এবং জনপ্রিয়। আমরা চেষ্টা করেছি ফেলুদার ছবিকে আরও আধুনিক এবং সমসাময়িক করে তুলতে এবং তা করতে গিয়েই ফেলুদার চরিত্রে যা কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন তা আনতে হয়েছে। ফেলুদা যথেষ্ট অ্যাকশন করেছে। তবে তা অবশ্যই অবাস্তব এবং মাত্রাতিরিক্ত নয়। অনেক ছবিতে যেমন দেখা যায় নায়ক একাই দশজনকে ঘায়েল করে দিল তা আমরা করতে চাইনি। এখনকার দুষ্টলোক, ভিলেনদের শায়েস্তা করতে গিয়ে যতটুকু বাস্তবতার দরকার ঠিক সেই অনুপাতে ভায়োলেন্স এসেছে। কৈলাসে কেলেঙ্কারি দেখার পর অনেকেই অভিযোগ করেছেন এ ছবিতে ফেলুদা তার বিখ্যাত মগজাস্ত্রকে ব্যবহার করার বদলে অ্যাকশনই বেশি করেছে। দর্শকদের এ সমালোচনা আমরা গ্রহণ করেছি। আগামী ছবিতে অর্থাৎ টিনটোরেটোর যিশুতে কিন্তু ফেলুদা তার মগজাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করবে। দর্শকদের সমালোচনা মাথা পেতে নিয়েও বলি কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পটাই কিন্তু এরকম যে ফেলুদা ক্রমাগত তার দুশমনকে তাড়া করে যাচ্ছে। এখানে মগজাস্ত্রের ব্যবহার স্বভাবতই কম। আবার টিনটোরেটোর যিশুতে রহস্যের জাল অনেক বিস্তৃত, সে রহস্যের জট ছাড়াতে ফেলুদাকে যেমন হংকং-এ ছুটতে হচ্ছে, তেমনি মগজাস্ত্রকেও ব্যবহার করতে হচ্ছে। যদি প্রশ্ন আসে এ রকম পরিবর্তন কি শুধুই সময়কে ধরতে করা হল, আমার উত্তর—অবশ্যই তাই, কারণ বড় পর্দার ছবিতে হু ডান ইট ফরম্যাট ঠিক চলে না। এটা টেলিভিশনে চলতে পারে। কারণ সেখানে একবারই দেখানো হয়। অন্যদিকে বড় পর্দায় ছবি চললে সেখানে এই হু ডান ইট ফরম্যাট রাখলে একই দর্শক কিন্তু দ্বিতীয়বার ছবি দেখতে আসবে না অর্থাৎ রিপিট সেল পাওয়া যাবে না। কারণ গোয়েন্দা ছবির শেষে তার ডিটেকশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছে এটা প্রথমবার দেখলে যতটা ভালোই লাগুক, তারপরে কিন্তু আর দেখতে ইচ্ছে করে না। তাই বড় পর্দায় আমার মতে অপরাধী অপরাধ করছে সেটা আগে দেখিয়ে দিয়ে তারপর গোয়েন্দা কীভাবে তাকে পাকড়াও করল সেটা দেখানো হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। সৌমিত্রকাকুর অভিনীত ফেলুদা যতটা বাঙালি বেণুর অভিনীত ফেলুদাও কিন্তু ততটাই বাঙালি। কৈলাসে কেলেঙ্কারি ছবির কলকাতা পর্বে ফেলুকে কিন্তু বাঙালি পোশাকেই দেখা গেছে। ফলে আমার মনে হয় না বেণুর অভিনীত ফেলুদা কোনও অংশে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি করা ফেলুদার চেয়ে আলাদা। হ্যাঁ এরকম হয়েছে যে কিছু বিষয় যেটা হয়তো ফেলুদার নির্দিষ্ট গল্পটিতে নেই অথচ ফেলুদার অন্য গল্পে আছে সেরকম টুকরো টুকরো উপাদান আমরা একত্রিত করে ছবিতে রেখেছি। যেমন কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পে লালমোহনবাবুর গাড়ি ছিল না, ট্যাক্সির কথা বলা ছিল, ছবিতে কিন্তু আমরা লালমোহনবাবুর নিজস্ব সবুজ গাড়ি দেখিয়েছি। ফেলুদার অনেক গল্পে ফেলুদাকে অ্যাকশন করতে দেখা গেছে তাই এটা প্রতিষ্ঠিত যে শারীরিক সক্ষমতায় ফেলুদা পিছিয়ে নেই, ফলে এটা আমরা ছবিতে দেখিয়েছি।

আর শেষ পর্যন্ত যা বলার তা হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর সব্যসাচী চক্রবর্তীর অভিনয়ের তুলনা করা যায় না।

অনুলিখন: স্বস্তিনাথ শাস্ত্রী

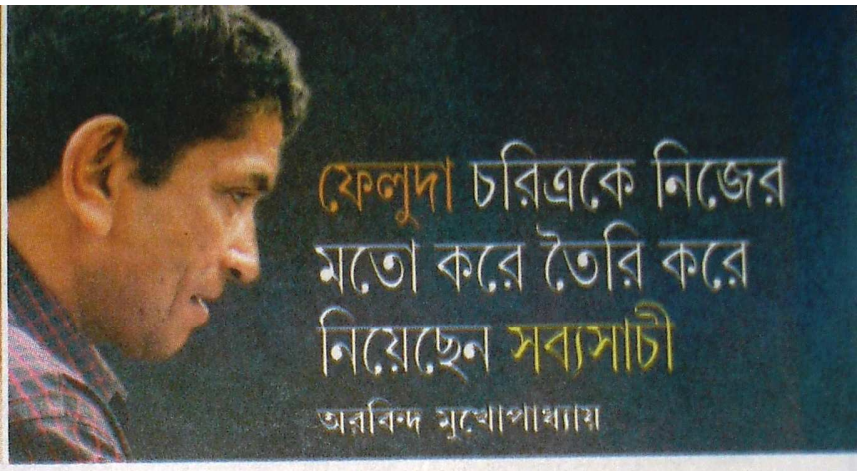

ফেলুদা চরিত্রকে নিজের মতো করে তৈরি করে নিয়েছেন সব্যসাচী

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে একটা গল্প শোনাই। আমি যখন সিনেমা জগতে আসি আমার দাদা (সাহিত্যিক বনফুল) বলেছিলেন, যাই করিস তুই শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারটা দেখতে ভুলিস না। দাদার কথা মতো শ্রীরঙ্গমে প্রতি শনিবার শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্ত নাটক দেখতাম। পরে পরিচয় হলে উনি আমাকে ফ্রি পাসের ব্যবস্থা করে দেন। যাইহোক রবিবার সকালে চলে যেতাম কৈলাস বসু স্ট্রিটে পরিমল গোস্বামীর বাড়িতে। ওঁর বাড়ির লাইব্রেরির প্রতি অনেকের আগ্রহ ছিল। আমি যেতাম বিদেশি সাহিত্যের লোভে। আর শিশিরবাবুও আসতেন বই নিতে।

একদিন দেখা হয়ে গেল। শিশিরবাবু বললেন, 'গতকাল শো দেখেছ নাকি?' বললাম, দারুণ হয়েছে। যতবার দেখি মুগ্ধ হই। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে শিশিরবাবু বলে উঠলেন, 'তুমি তো দানীবাবুর চন্দ্রগুপ্ত দেখনি! আমি তাঁর পঁচিশ পারসেন্ট পারিনি।' আমি তো হতবাক। শিশির ভাদুড়ি একথা বলছেন!

এরপর শিশিরবাবু বলতে লাগলেন,'আমাদের তখন চন্দ্রগুপ্ত নাটকটির পঞ্চাশতম রজনী অভিনীত হতে চলেছে। সাধ হল এই বিশেষ শোয়ে দানীবাবুকে আনা হবে। আমি নেমতন্ন করতে গেলাম। উনি তখন রংমহলে বিকেলের দিকে স্টেজে বসে রিহার্সাল দেখতেন। আমি গিয়ে তাঁকে বললাম কী জন্য এসেছি। এও বললাম আপনার নাটকের কিছু অংশ আমি আমার নাটকে বাদ দিয়েছি। কারণ মনে হয়েছে ওটা বাড়াবাড়ি গোছের। চন্দ্রগুপ্তর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ শুধুমাত্র নিজের মেয়ের জন্য আবেগপ্রবণ হবে!

দানীবাবু হাসি মুখে আমার কথা শুনলেন। বললেন—না

ভাই আমি বুড়ো হয়েছি। এখন আর কোথাও যাই না। আমি হতাশ হয়ে আবার অনুরোধ করলাম। কিন্তু দানীবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। ফাঁকা হলের মধ্যে সিটের পাশ কাটিয়ে চলে আসছি। যেই বেরবো পেছন থেকে দানীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—শিশিরবাবু আমি আপনার শো দেখতে যাব। আমি যেমন অবাক তেমন পুলকিত। আনন্দে ছুটে তাঁর কাছে এসে বললাম— আমি কিন্তু গাড়ি পাঠাবো। দানীবাবু বলতে লাগলেন— শিশিরবাবু, আমি যাব এটা বলাতে আপনি নিজেকে ভুলে পড়িমরি করে বেসামাল হয়ে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে এলেন। আর পনের বছর নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পেয়ে একজন পিতা, কৌটিল্য কি আবেগপ্রবণ হতে পারেন না! আমার দৃষ্টি খুলে গেল। বললাম—মাফ করবেন। আমি আপনার যে অংশটি বাদ দিয়েছিলাম সেটা আবার যুক্ত করব'।

একই চরিত্র 'চন্দ্রগুপ্ত'। দুজন দিকপাল আর্টিস্ট সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এতে দুরকম ইমেজ তৈরি হয়েছে। তাঁরা তাঁদের মতো করেই অভিনয় করেছেন। পরের ব্যাপারটা দর্শকের হাতে।

বাংলা সিনেমায় এরকম বহু ঘটনাই ঘটেছে। স্টেজে অহীন্দ্র চৌধুরির 'শাজাহান' দারুণ হিট হয়। সিনেমায় সেই একই রোল করে শিশির ভাদুড়ি সাফল্য পাননি। স্টেজে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রিয়বান্ধবী'তে যতটা খ্যাতি পেয়েছিলেন ছবিতে উত্তমকুমার তার ধারে কাছে যেতে পারেন নি। 'দুইপুরুষ' সিনেমায় ছবি বিশ্বাসের নুটুবিহারী যতটা দর্শকের মনে জায়গা পেয়েছিল ততটা পাননি উত্তমকুমার।

স্থানকাল বিশেষে এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটে। কিন্তু সাফল্য নির্ভর করে কাকে দর্শক নিয়েছেন। ফেলুদা চরিত্রের প্রসঙ্গেও এ কথা খাটে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ফ্র্যাঙ্ক কাপরা বলেছিলেন একধরনের অভিনেতা আছেন যাঁরা স্ট্রেট অ্যাকটিং করে যান। আর এক ধরনের শিল্পী আছেন যাঁরা নরম্যাল অ্যাকটিংয়ে সিদ্ধহস্ত। ফ্র্যাঙ্ক কাপরা আর এক ধরনের অভিনেতার কথা বলেছিলেন যাঁরা চলতিধারার বাইরে অন্যরকম অভিনয় করেন। আমরা ফেলুদার ক্ষেত্রে এই অন্যরকম অভিনেতাদেরই দেখতে পেয়েছি। যাঁরা আমাদের অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেন।

আমরা এ পর্যন্ত তিনজন ফেলুদাকে পেয়েছি। 'সোনার কেল্লা'-য় প্রথম দেখলাম ফেলুদাকে। চরিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই সময়ের সেরা পুরুষ অভিনেতা। ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটাকে দারুণভাবে কাজে লাগালেন মানিকবাবু। সাহিত্যে বা পুরনোদিনের ছবিতে বাঙালি গোয়েন্দাদের সম্পর্কেযে ধারণাটা ছিল মানিকবাবুর ফেলুদা হাজির হল অন্য স্বাদ নিয়ে। 'সোনার কেল্লার' পর 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। সৌমিত্র এমন ভাবে ওই চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলতেই লোকে ফেলুদা বুঝত। আসল কথা হল অভিনয়। উনি অভিনয় শিখে ছিলেন শিশির ভাদুড়ির কাছে। নানারকম চরিত্র প্রচুর করেছেন।ঝিন্দের বন্দী-তে ওঁর অভিনীত ময়ূরবাহন তো খলচরিত্র। বসন্ত বিলাপ-এ কমিক রোল। আর অপুর চরিত্র তো আছেই।

প্রসঙ্গত বলি গোয়েন্দার আচরণে একটা ভাবনাচিন্তার রেশ

সবময়ে চোরাস্রোতের মতো বইতে থাকে। সাহিত্যে সেই রেশটা ততটা ধরা না গেলেও সিনেমায় ফেলুদার চরিত্রে সৌমিত্র তা পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। মনে করুন সেই দৃশ্যটার কথা। জয়পুরের ওয়েটিংরুমে ফেলুদার বিছানায় মন্দার বোস (কামু মুখোপাধ্যায়) কাঁকড়া বিছে ফেলার পর সৌমিত্রর অভিনয়। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে মাথায় মাফলার বেঁধে ঘরের একদিক থেকে আর এক দিকে হাঁটছেন আর নিচু গলায় ধীরে ধীরে সংলাপ বলছেন। যা বলছেন সেসবই বিভিন্ন ঘটনার সূত্র যা রহস্যে জট ছাড়াতে সাহায্য করে। বস্তুত এই দৃশ্যই ছবির ক্লাইমেক্স পয়েন্ট। এখান থেকেই ফেলুদার প্রকৃত অভিযান শুরু হয়। এ এক অনবদ্য সিকোয়েন্স। অতুলনীয় মানিকবাবু। 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-য়ে ঘোষালবাড়ির চিলেকোঠায় রুকুর সঙ্গে ফেলুদার ছড়া বিনিময়, যার জেরে রুকু ফেলুদাকে বলে ফেলে অ্যান্টিক গণেশটি আছে আফ্রিকার রাজার কাছে। অর্থাৎ দুর্গা ঠাকুরের সিংহের মুখে! আরও একটা ব্যাপার বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে যে সৌমিত্রর ফেলুদার ভীষণ ভাবে বাঙালিয়ানায় ভরপুর। এতটাই যে বাংলার মধ্যবিত্ত দর্শক এই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারে।

আশির দশকে আর এক ফেলুদাকে দেখলাম হিন্দিতে। দূরদর্শনের ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে—'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস' শিরোনামে। টিভির কাজ হলেও সেই ফেলুদা হয়েছিলেন শশীকাপুর। সত্যি বলতে কি তিনি বাঙালি দর্শকের মন ততটা ভরাতে পারেন নি। হিন্দি ভাষাভাষী দর্শকের কাছে ফেলুদা ততটা জনপ্রিয় নয়। প্রদোষ মিত্তির তাই শশী কাপুরের লিপে বারবার উচ্চারিত হয়েছে প্রদোষ মিটার নামে।

বড় পর্দায় সন্দীপ রায় নিয়ে এলেন নতুন ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। ইনিও মঞ্চ থেকে এলেন টিভি সিরিয়াল 'তেরো পার্বণ'-এ গোরা হয়ে। সব্যসাচীর দারুণ কণ্ঠ। চেহারাও ভালো। 'শ্বেত পাথরের থালা' ছবিতে অপর্ণা সেনের মতো প্রথম শ্রেণির একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে যেভাবে পাল্লা দিয়ে সব্যসাচী অভিনয় করেন যে তাঁকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না।

এইবার সব্যসাচীর ফেলুদা দেখলাম 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'-তে। এই ফেলুদা কিছুটা অন্যরকম। ইনি অ্যাকশনে পেশ পটু। বুদ্ধির সঙ্গে তাঁর ক্ষিপ্র গতিবিধি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলেন তা বেশ চমকপ্রদ। তারপর বয়েস বেশ কম হওয়ায় সহজেই গল্পের সঙ্গে মানানসই হয়ে গেলেন।

অতি সম্প্রতি 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'-তে সব্যসাচী আরও বেশি পরিণত। আগের ত্রুটিগুলোকে দারুণ ভাবে ম্যানেজ করেছেন। এবং আরও বেশি স্মার্ট। ওঁর বিশেষত্ব যে সৌমিত্রকে অনুসরণ না করে সেই ইমেজকে এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তা তিনি পেরেছেন।

সব্যসাচীর পাশাপাশি একই সঙ্গে অভিনন্দন জানাতে হয় সন্দীপ রায়কেও। আরও একটা ব্যাপার, সৌমিত্র যে সময়ে ফেলুদা করেন তখন যে ধরনের দর্শক ছিলেন আজ কিন্তু তাঁরা নেই। আজকের দর্শকও নতুন। চারপাশের প্রেক্ষাপটও অনেকটা বদলে গেছে। আর সিনেমা টেকনিক্যালি অনেকটাই উন্নত। আগে যা সাধ্যাতীত মনে হত আজ তা আয়াসসাধ্য। সেই নিরিখে বলা চলে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'-তে সব্যসাচী প্রথম ফেলুদা চরিত্রে রূপদান করেছেন নিজের মতো করে। কৈলাসে-ও তিনি সফল। তবে তাঁর মধ্যে ততটা প্রকাশ নেই গোয়েন্দার সহজাত অনুসন্ধিৎসা, ব্যগ্রতা। তিনি আধুনিক। তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাকে হয়তো টপকাতে পারেন নি, কিন্তু অভিনয় দিয়ে ফেলুদাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ফেলুদা—এই চরিত্রকে নিয়ে নিজের মতো করে একটি স্টাইল তৈরি করেছেন সব্যসাচী। এটাই তো বড় সাফল্য। আর বলব সাহস আছে সন্দীপ রায়েরও। আসলে বাঙালি দর্শক চিরকাল ফেলুদার ভক্ত। যেকোনও চরিত্রে প্রথম যাঁর অভিনয় দেখি তাঁর প্রভাব থাকে প্রচণ্ড। সেই চরিত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অভিনেতা চট করে গ্রহণযোগ্য হন না। সেই ধারণাকে ভাঙতে হয় নিজের যোগ্যতা দিয়ে। আর আমার নিজের মনে হয় মানিকবাবুর এই অমরকীর্তি

ফেলুদার আসল অস্তিত্ব সাহিত্যে। কারণ সময়ের কারণে হয়তো আগামী বিশ বছর পরে ফেলুদার চরিত্রাভিনেতা বদলে যাবেন। যেমন শার্লক হোমস কিংবা জেমস বণ্ডের ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রসঙ্গত একটা কথা স্পষ্ট বলব ফেলুদার রিপ্লেসমেন্ট যথার্থ হলেও জটায়ুর অভাবপূরণ হয়নি।

অনুলিখন: গুঞ্জন ঘোষ

বেণু ভালো অভিনেতা কিন্তু ফেলুদার চরিত্রে তত মানানসই নয়

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

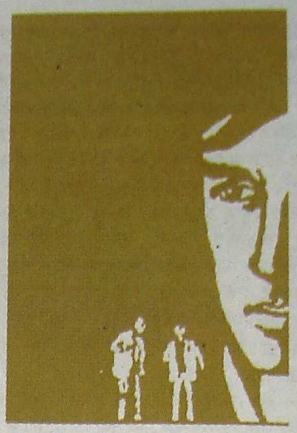

এটা ভারী কঠিন একটা কাজ, ফেলুদার চরিত্রে সৌমিত্র আর সব্যসাচীর তুলনা করতে হবে। আমার অভিনয় জীবন শুরু পেশাদারি নাট্যমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরির পরিচালনায়। তা নাট্যজগতের মূল্যবোধ বলে, সহঅভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাজের সমালোচনা করা চলে না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি, বিজয়া নাটকে শিশিরবাবু যেমন রাসবিহারীর চরিত্র করেছিলেন অহীনবাবুও তেমনি রাসবিহারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তফাতটা হয়ে যাচ্ছিল অহীনবাবুর অভিনয়ে রাসবিহারী যে খারাপ লোক সেটা বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠছিল। শিশিরবাবু এই কথাটা কিন্তু সরাসরি অহীনবাবুকে বললেন না, তিনি অহীনবাবুকে ডেকে বললেন, যে বিজয়া বেথুনে পড়া মেয়ে সে কি রাসবিহারীর স্বরূপ ধরে ফেলতে পারবে না? এছাড়া আমি অভিনেতা হিসেবেও তেমন খ্যাতিমান কেউকেটা নই, নিতান্তই ছোটখাট মাপের, যাকে বলে স্মল ফ্রাই। তাই এরকম একটা তুলনামূলক আলোচনা করাটা আমার পক্ষে যথেষ্ট বিড়ম্বনার।

আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে বড়জোর আমার মতামত দিতে পারি, তাও তা হয়তো হবে নিতান্ত ভুলে ভরা ত্রুটিপূর্ণ এবং অযোগ্য। মানিকদার (সত্যজিৎ রায়) সঙ্গে আমার প্রথম কাজ মহানগর ছবিতে, তারপর একে একে মানিকদার বহু ছবিতে আমি কাজ করেছি, মানিকদার করা ফেলুদা সিরিজের সোনার কেল্লা আর জয় বাবা ফেলুনাথ দুটো ছবিতেই অভিনয় করেছি। পরে বাবুর (সন্দীপ রায়) তৈরি ফেলুদা সিরিজের বাক্স রহস্য এবং কৈলাসে কেলেঙ্কারিতে কাজ করেছি। মানিকদা ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ। যেমন অন্তহীন জ্ঞান, তেমনি তাঁর অভিজ্ঞতা। এক মহাস্রষ্টা ছিলেন উনি। এই লোকটার কাজ আমি বার বার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। ভুল তো রবীন্দ্রনাথও কিছু করেছেন। মাণিকদার জীবনে সেরকম দু একটি ভুল ছাড়া আর কোনও খুঁত খুঁজে পাইনি। ওই ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লোকটার কাস্টিং ছিল নিখুঁত, কোনও আপস তিনি করতেন না এই বিষয়ে। একটা চরিত্র উপযোগী চেহারা পেলে পরিচালকের এবং ওই চরিত্রে অভিনেতার শতকরা ৬০ ভাগ কাজ হয়ে যায়। আর বাকি ৪০ ভাগ কাজ অভিনয়, ক্যামেরা, মেকাপ করে দেয়। সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট ফেলুদার চরিত্রে যে টিপিকাল

বাঙালিয়ানা ছিল তা পুরোদস্তুর উপস্থিত সৌমিত্রর চেহারা ছবিতে। ফেলুদার ব্যায়াম করা চেহারা কিন্তু কাঠখোট্টা গোছের নয়, একটা নরমসরম ব্যাপার রয়েছে তার মধ্যে, সৌমিত্র ঠিক সেরকম। ফেলুদা বুদ্ধিমান, কথা কম বলে, অন্যকে বলতে দেয় বেশি, ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট লুক—এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো মানিকদার পরিচালনা, সৌমিত্রর চেহারা আর অভিনয়ে সার্থকভাবে ফুটে বেরিয়েছে। সোনার কেল্লা এবং জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে সৌমিত্রর মুখের ক্লোজআপে ফেলুদার বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি দারুণ ফুটে উঠেছে। শুধু আমার কল্পনায় বার বার মনে হয় ফেলুদার গলা হবে ভরাট এবং গম্ভীর। উত্তমবাবুকে ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখলে আমার ভালো লাগত না, কারণ ওঁর বাচনভঙ্গি, চলাফেরা কিছুই ফেলুদাসুলভ নয়, শুধু ওই দানাদার গলাটা—ওইটা ফেলুদার সঙ্গে বেশ মানানসই হত। মানিকদা যে সময়ে ফেলুদার ছবি বানিয়েছেন তখন সৌমিত্রর কোনও বিকল্প ছিল বলে আমার মনে হয় না, কারণ থাকলে মানিকদা ঠিকই তাকে খুঁজে বার করতেন। কাস্টিঙের ব্যাপারে আপস করা তাঁর ধাতে ছিল না। একটা ঘটনা বলি, জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে আমার বাবার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য একজন অভিনেতা দরকার যাঁর কোনও সংলাপ নেই, তিনি শুধু আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে থাকবেন এবং তাঁর চেহারা ছবি আমার সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হবে, কারণ তিনি আমার বাবার চরিত্র করছেন। এরকম একজন মানুষকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব শেষ অবধি আমার কাঁধেই মানিকদা দিলেন আর আমি আমার বড়মামাকে নিয়ে এলাম, কারণ আমার এবং ওঁর চেহারা মুখশ্রী প্রায় একই রকম।

বাবুর পরিচালনায় আমি বেণুর (সব্যসাচী চক্রবর্তী) সঙ্গে কাজ করেছি বাক্স রহস্য আর কৈলাসে কেলেঙ্কারিতে। কৈলাসে কেলেঙ্কারি হলে দেখতে গিয়ে প্রথমে সিটে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই শিড়দাঁড়া সোজা করে বসতে হল এবং ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি আর আয়েস করে বসতে পারিনি। বাবুর পরিচালনার এমনই গুণ। ও ছবিটাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে বানিয়েছে। ফেলুদা হিসেবে বেণুও ইতিমধ্যে দর্শকমহলে সমাদৃত, বলা যেতে পারে ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, কৈলাসে কেলেঙ্কারি চলছেও ভালো। কিন্তু ফেলুদার কাহিনি আমি যতটুকু পড়েছি তাতে ফেলুদার যে ছবি আমার মনে গেঁথে আছে তাতে একটা ফারাক, কোথাও একটা খামতি আমি পাচ্ছি। আমার এই বিশ্লেষণ হয়তো ভুল, হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নয়, তবু বলি, মূল যে ফারাকটা আমার চোখে পড়ছে তা হল বয়স, বয়সটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। ফেলুদা অতটা লম্বা! চেহারার কাঠিন্য, চাপা গাল, মুখময় দাগ—এসবই ফেলুদার চরিত্রের পরিপন্থী, বিশেষ করে বয়সটা। চেহারার ওপর মানুষের কোনও হাত নেই। আমার এই চেহারায় ফেলুদা কোনও দিন মানাত না, আবার আমাকে যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের এক পুজারি বামুনের চরিত্রে কাস্ট করা হয় সেটাও বেঠিক হবে, আমি ৩ কোটি টাকা পেলেও ওই চরিত্রগুলো করব না। এই আলোচনাটা করতে গিয়ে বার বার আমার মানিকদার কাস্টিং-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, পথের পাঁচালিতে গ্রাম্যবধূর ভূমিকায় উনি কাস্ট করলেন কাকে? না এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা করুণাদিকে। অথচ ঠিক লেগে গেল, এমনকী গ্রাম্যবধূর ঘোমটা গোছানোর কায়দাটাও করুণাদিকে দিয়ে ঠিক ঠিক হল, কখনও মনে হয়নি যে, উনি একজন শহুরে মহিলা। ফেলুদার লুক এবং অ্যাপিয়ারেন্সের কথা উঠলে সৌমিত্র ১০০-তে ৯০ পাবে। সন্তোষ দত্ত মারা যাওয়ার পর আমি মানিকদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানিকদা, ফেলুদাকে নিয়ে আর ছবি করবেন না? উনি অননুকরণীয় ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিলেন, লালমোহনবাবু কোথায় পাব? অভিনয়ের দিক থেকে বেণু মোটামুটি ঠিক আছে, কল্পনাতে খুব তফাত নেই। আমি মাঝে মাঝে কল্পনা করি যে মানিকদা, বাবু, পুলু (সৌমিত্র), বেণু কেউ নেই এমন একটা পরিস্থিতিতে আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে ফেলুদার চরিত্রে একজন অভিনেতাকে বাছাই করার, এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা পরিস্থিতি। কে হতে পারে ফেলুদা? একটা নাম হাতের কাছেই মজুত আছে, তবে তাকে দু'মাস সময় দিতে হবে খাদ্যপানীয়ের পরিমাণ কমিয়ে শরীরটাকে একটু ঝরিয়ে আসার। ভাবছেন তো সে কে? শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, ভালো অভিনেতা। আজকাল তো একটা আলোচনা খুবই চলছে যে পরবর্তী ফেলুদা কে? আজকাল বহু ছেলে অভিনয় করতে আসছে, সিরিয়াল করছে, তার মধ্যে একটি ছেলে ঋষি চক্রবর্তী, ও চলতে পারে। এছাড়া গ্রুপ থিয়েটারেও বহু ছেলে অভিনয় করছে, তাদের মধ্য থেকে নিশ্চয় কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

যাইহোক সবশেষে আবার বলি, আমার এ আলোচনা, চিন্তাভাবনা হয়তো ঠিক না, হয়তো ভুল। আমি কাউকে আঘাত করতে চাইনি, দয়া করে সংশ্লিষ্ট কেউ ভুল বুঝবেন না।

অনুলিখন: স্বস্তিনাথ শাস্ত্রী

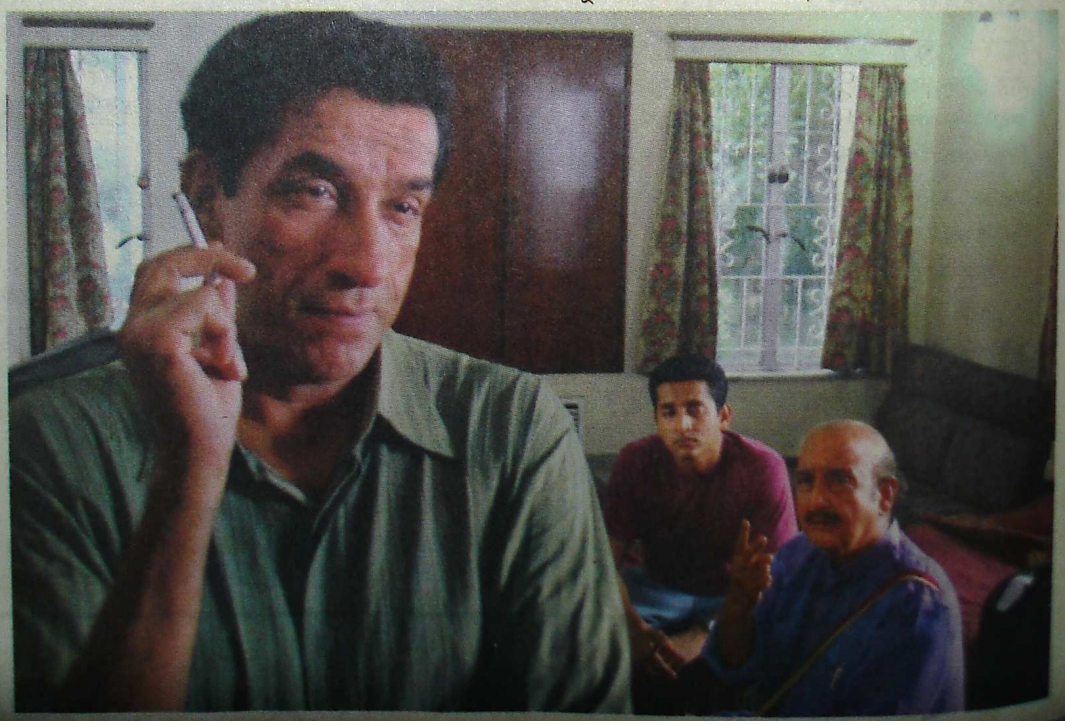

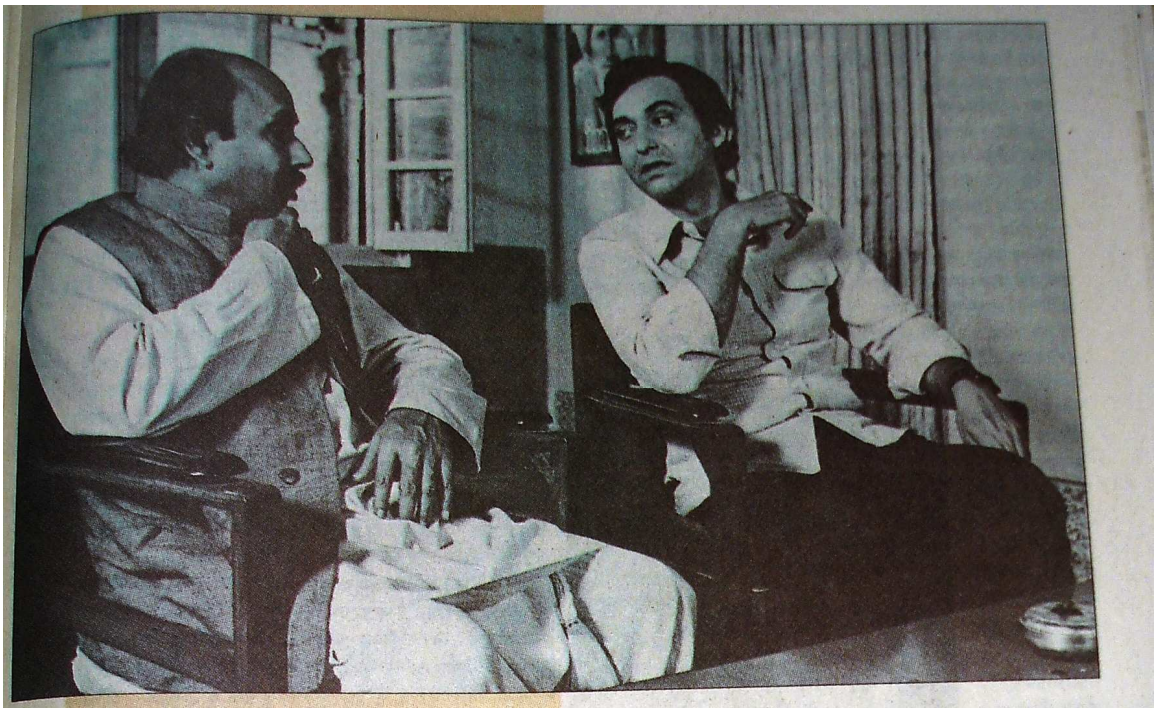

দুই ফেলুদা দুই ধরনের, দুজনকেই দর্শক ভালোবেসেছেন

বীরেশ চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা চরিত্রে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকজন ' বাঘা' অভিনেতা অভিনয় করেছেন এবং এখনও করছেন। সত্যজিৎ বাবুর পরিচালনায় ফেলুদা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমাদের বাংলা ছবির রোমান্টিক নায়ক সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এরপর শশী কাপুরকেও দেখা গেছে এই চরিত্রে€। এটি পরিচালনা করেছিলেন সন্দীপ রায়।

পরবর্তীকালে সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় ছোট ও বড় পর্দায় ফেলুদা হিসেবে অভিনয় করেছেন ভারতবর্ষের আর এক বলিষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। সম্প্রতি এই ফেলুদা সিরিজের একটি ছবি ' কৈলাসে কেলেঙ্কারি' ভীষণই জনপ্রিয় হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল কোন ফেলুদাকে দর্শকরা সবথেকে বেশি পছন্দ করেন? বা কোন ফেলুদা সেরা? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। কারণ দুই ফেলুদা অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সব্যসাচী চক্রবর্তীর মধ্যে কোনও তুলনাই আনা উচিত নয়। কেননা দুজনে দুভাবে ফেলুদাকে পোট্রে করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। এজন্য আমাদের অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যেতে হবে। সত্যজিৎ বাবু সৌমিত্রদাকে কাস্ট করেই ফেলুদা সিরিজের ছবি তৈরির কাজ শুরু করেন। এবং সৌমিত্রদার করা ফেলুদা প্রথম থেকেই সবার মন কেড়ে নেয়। আসলে একজন গোয়েন্দার যে যে গুণ থাকা দরকার অর্থাৎ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, উপস্থিত বুদ্ধি প্রভৃতি সবকিছুই ফেলুদার মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে ছিল। ফলে খুব সহজেই ফেলুদা ছোট-বড় সবার মন জয় করে নিতে পেরেছিল।

এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের কীর্তির প্রসঙ্গ আসতেই পারে।

এই গোয়েন্দা অর্থাৎ কীরিটি কিন্তু দর্শকদের মনে ততটা জায়গা করে নিতে পারেনি। যে কাজটা ফেলুদা পরিপূর্ণ ভাবে পেরেছে। কীভাবে এটা সম্ভব হল? এ ব্যাপারে সত্যজিৎ বাবু ও সৌমিত্রদা দুজনেরই নাম করতে হবে। সত্যজিৎ রায় যেভাবে ফেলুদা চরিত্রটিকে এঁকেছিলেন ঠিক সেইভাবেই সৌমিত্রদা তাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বলেই ফেলুদা অত ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। আর এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁর ভীষণরকমের বাঙালিয়ানা। এর ফলে ফেলুদা আমাদের আরও কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিল। দর্শকরা এই ফেলুদাকে ঘরের মানুষ, কাছের মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ বলে মনে করতে শুরু করেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ফেলুদা অন্য আর পাঁচজন গোয়েন্দার মতো অহেতুক জটিলতা পছন্দ করেন না।

সত্যজিৎ রায় ফেলুদা হিসেবে যখন সৌমিত্রদাকে নির্বাচন করেন সেইসময় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রোমান্টিক নায়ক হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছেন। ভয়ঙ্কররকমের প্রতিষ্ঠিত নায়ক। সেইঅবস্থায় তাঁকে আমরা একদম ভিন্নধর্মী চরিত্রে পেলাম, এবং তিনিও তাঁর পরিপূর্ণ বাঙালিয়ানা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সেন্স অফ হিউমার দিয়ে ফেলুদাকে ফুটিয়ে তুললেন। ফলে শুধু শিশুরা নয় পরিবারের সবার মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিল সৌমিত্রদার ফেলুদা।

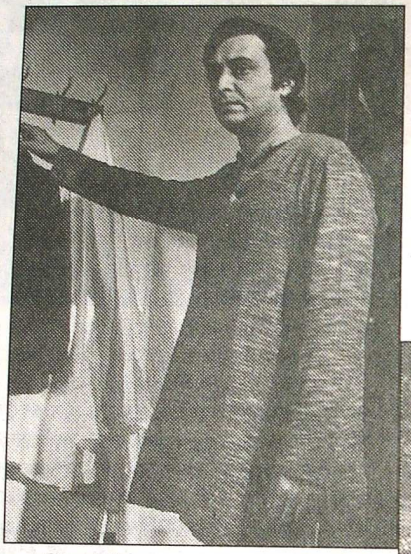

এরপর আমরা বেশ কিছুদিন বাদে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে ফেলুদা হিসেবে পেলাম। সব্যসাচীও খুব বড় মাপের অভিনেতা। শুধু বাংলা নয় ভারতীয় ছবির জগতের এক উল্লেখযোগ্য অভিনেতা। তবে তিনি রোমান্টিক নায়ক নন একজন বড়মাপের চরিত্রাভিনেতা হিসেবেই খ্যাত। ভারতের বহু নামী পরিচালক তাঁকে বহুবার তাঁদের ছবিতে নিয়েছেন এবং তিনিও সসম্মানে উত্তীর্ন হয়েছেন। শুধু তাই নয় প্রতিটি ছবিতে দর্শকরা তাঁকে নতুন ভাবে পেয়েছেন।

সৌমিত্রদার মতো রোমান্টিক নায়কের গ্ল্যামার সব্যসাচীর মধ্যে সত্যিই নেই তিনি সেই অ্যাডভানটেজও পাননি। কিন্তু সফল চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তিনি দর্শকদের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন। তবে একথা ঠিক শুধু গ্ল্যামার দিয়ে তো বেশীদিন টিঁকে থাকা যায়না। উত্তমদা, সৌমিত্রদা বা তার পরবর্তীসময়ে বেশ কয়েকজন অভিনেতাকে দেখেছি যাঁরা গ্ল্যামারাস হিরো হিসেবে বেশ কিছুদিন কয়েকটা ছবিতে কাজ করেছেন। তারপর তাঁদের গ্ল্যামার আর তাঁদের সাহায্য করেনি। কারণ তাঁরা কেউই সম্পূর্ণ অভিনেতা ছিলেন না। কিন্তু সৌমিত্রদা ও সব্যসাচী হলেন সম্পূর্ণ অভিনেতা। বাড়তি হিসেবে সৌমিত্রদার ছিল গ্ল্যামার ও ক্যারিশমা।

আগেই বলেছি সব্যসাচী চক্রবর্তী গ্ল্যামারাস, রোমান্টিক হিরো নন। তিনি হলেন একজন ডাকসাইটে চরিত্রাভিনেতা। সেই সব্যসাচীকে সৌমিত্রদার পর কাস্ট করা হল ফেলুদার চরিত্রে। যেহেতু তিনি একজন সুঅভিনেতা তাই তিনিও তাঁর মতো করে চুটিয়ে এই চরিত্রে অভিনয় করলেন। তিনিও তো কখনই হেরে যেতে চাইবেন না। তিনি জানতেন তুলনা ব্যাপারটা আসবেই। তবে আমার মনে হয় দুজনের মধ্যে কখনই তুলনা করা উচিত নয়। কারণ দুজনে দুভাবে ফেলুদাকে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু কেন তুলনা করা উচিত নয় এ ব্যাপারে আমি পরে আলোচনা করব। তার আগে সব্যসাচী সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি সব্যসাচীকে সহজে হার মানানো যায় না। যে কোনও কঠিন চরিত্রের মধ্যে তিনি অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারেন। ফলে ফেলুদাকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এবং তিনি যে সফল তার বড় প্রমাণ ফেলুদা সিরিজের সাম্প্রতিক ছবি' কৈলাসে কেলেঙ্কারি'।

এইবার দুই ফেলুদার মধ্যে কেন তুলনা করা উচিত নয় সেই প্রসঙ্গে আসছি। প্রথমে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা। নামভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই ফেলুদার মধ্যে আমরা আসর জমানো একটা মানুষকে খুঁজে পাই। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বাঙালিয়ানা ও সেন্স অফ হিউমার রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি হলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্মার্ট মানুষ। স্ট্রং কমনসেন্স তাঁর অন্যতম এক হাতিয়ার। তিনি প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত শান্ত ভাবে মগজ দিয়ে কাবু করেন। অহেতুক মারদাঙ্গা তিনি পছন্দ করেন না।

আমার মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার মধ্যে বাঙালিয়ানা ব্যাপারটা ভীষণভাবে রয়েছে। যেটা সন্দীপ রায়ের ফেলুদার মধ্যে তেমনভাবে নেই। বর্তমান ফেলুদা ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন স্ট্রং কমনসেন্সের অধিকারী। কাজ নিয়ে তিনি সবসময় মগ্ন হয়ে থাকেন। এফিসিয়েন্ট, ভীষণ স্মার্ট কিন্তু কম কথা বলেন, আড্ডা মারেন না এবং হাসি ঠাট্টা কম করেন। ফলে এই ফেলুদাকে দর্শকরা সম্মান করেন, সমীহ করেন। ফলে সৌমিত্রদার ফেলুদার মতো সব্যসাচীর ফেলুদা দর্শকদের ততটা কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই মনে হয়।

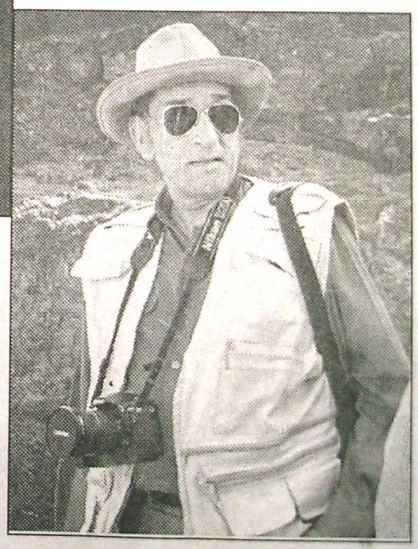

সৌমিত্রদার ফেলুদার সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর লালিত্যময়, আসরজমানো ভাবমূর্তি। আর সব্যসাচীর ফেলুদা স্মার্ট, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কাজ পাগল চাবুকের মতো চেহারার অসাধারণ এক মানুষ। ফলে দুই ফেলুদা দুই ধরনের মানুষ হলেও দুজনকেই দর্শকরা দুভাবে ভালোবেসেছেন।

আমার মনে হয় সন্দীপ রায় দুজনের মধ্যে একটা তফাৎ তৈরি করার জন্যই বর্তমান ফেলুদাকে এইভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

অনুলিখনঃ অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়